[২০২১] ৭ এস সি আর ৭৩১

সুধীর কুমার @এস. বালিয়ান

বনাম

বিনয় কুমার জি বি

(২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৫৬২০)

১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২১

[আইএম. আর. শাহ এবং অনিরুদ্ধ বোস, বিচারপতিদ্বয়]

দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ – আদেশ VII, বিধি ১৪(৩) এবং আদেশ XI, বিধি ১ (বাণিজ্যিক আদালত আইনের সংশোধনী দ্বারা সংশোধিত) - অতিরিক্ত নথিপত্র দাখিল – আপিলকারী-মূল বাদী একটি বাণিজ্যিক মামলা দায়ের করে, যাতে প্রতিপক্ষকে আপিলকারীর ট্রেড মার্ক ব্যবহারে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি চাওয়া হয় – আপিলকারী আদেশ ৭, বিধি ১৪(৩) অনুসারে একটি আবেদন দায়ের করে এবং অতিরিক্ত নথিপত্র দাখিল করার অনুমতি চায় – উক্ত আবেদন বাণিজ্যিক আদালত দ্বারা খারিজ করা হয় - হাইকোর্ট বাণিজ্যিক আদালতের আদেশ নিশ্চিত করেছে - আপিলের ভিত্তিতে, স্থির করা হল : বাণিজ্যিক আদালত আইনের সংশোধনী দ্বারা সংশোধিত আদেশ XI, বিধি ১, বাণিজ্যিক বিভাগ এবং বাণিজ্যিক আদালতের সামনে মামলার ক্ষেত্রে, আদেশ VII, বিধি ১৪ (৩) এর বিধান প্রযোজ্য ছিল না - অতএব, বাদী অতিরিক্ত নথিপত্র নথিভুক্ত রাখার জন্য আদালতের অনুমতি চেয়ে ভুল বিধান প্রয়োগ করেছেন - এখন, সুপ্রিম কোর্টের সামনে, আপিলকারীর দ্বারা জমা দেওয়া আবেদনটি সিপিসির আদেশ XI বিধি ১(৪) এর অধীনে জমা দেওয়া বলে বিবেচিত হয়েছিল কারণ বাণিজ্যিক আদালত এবং হাইকোর্ট উভয়ই আদেশ XI, বিধি ১(৪) বিবেচনা করে প্রয়োগ করেছিলেন - উক্ত অতিরিক্ত নথিপত্র দাখিলের আবেদনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, চালানপত্র সংক্রান্তভাবে বলা যায়, মামলার অভিযোগপত্র দায়েরের সময় সেগুলি আপিলকারীর হেফাজতে ছিল না এবং অন্যান্য নথিপত্রের ক্ষেত্রে বলা হয়, সেগুলি আকারে বিশাল হওয়ায় দাখিল করা হয়নি – অতএব, যেসব চালানপত্রের উপর নির্ভর করা হয়েছে বা অতিরিক্ত নথিপত্র হিসেবে দাখিল করার কথা বলা হয়েছে, সেগুলি দাখিলের অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল - যতদূর সম্ভব, চালান ব্যতীত অতিরিক্ত নথিপত্র দাখিল না করা, কারণ এগুলোর পরিমাণ বেশি, তা অভিযোগের সাথে প্রকাশ না করার/দাখিল না করার যুক্তিসঙ্গত কারণ বলা যাবে না - নিচের উভয় আদালত যথাযথভাবে বাদীকে আদেশ একাদশ বিধি ১ (৪) এবং আদেশ XI বিধি ১ (৫) এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নথি হিসাবে চালান ব্যতীত অন্যান্য নথির উপর নির্ভর করার অনুমতি দেয়নি।

আংশিকভাবে আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

আদেশ: ১) নথিপত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম মামলাটি বাদী কর্তৃক অক্টোবর, ২০১৮ মাসে দায়ের করা হয়, যার মামলা নম্বর ছিল টি.এম. নম্বর ২৩৬ , ২০১৮ সালের, যাতে প্রতিপক্ষকে বাদীর ট্রেড মার্ক লঙ্ঘন ও অনুকরণ থেকে বিরত রাখার আবেদন জানানো হয়। ২৯/১০/২০১৮ তারিখে একটি একতরফা অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা আদেশ বাদীর পক্ষে জারি করা হয়। পরবর্তীতে, এটি উপলব্ধি করে এবং লক্ষ্য করে যে পূর্ববর্তী মামলাটি বাণিজ্যিক আদালত আইন-এর বিধানসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বাদী উক্ত টি.এম. নম্বর ২৩৬ অব ২০১৮ মামলাটি ২৭/০৭/২০১৯ তারিখে প্রত্যাহার করে নেন, নতুনভাবে বাণিজ্যিক আদালত আইন, ২০১৫ অনুসারে মামলা দায়ের করার স্বাধীনতা রেখে। অতঃপর, দ্বিতীয় মামলাটি দায়ের করা হয় ৩১/০৮/২০১৯ তারিখে এবং দ্বিতীয় মামলাটি দায়েরের ৩০ দিনের মধ্যে আপিলকারী – মূল বাদী, অতিরিক্ত নথিপত্র দাখিলের অনুমতি চেয়ে বর্তমান আবেদনটি দায়ের করেন। আবেদনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, চালানপত্রগুলির ক্ষেত্রে বলা যায়, সেগুলি অভিযোগ পত্র দায়েরের সময় তার হেফাজতে ছিল না এবং অন্যান্য নথিপত্রের ক্ষেত্রে বলা হয়, সেগুলি আকারে বিশাল হওয়ায় সেগুলি দাখিল করা সম্ভব হয়নি। অতএব, যেসব চালানপত্রের উপর নির্ভর করা হয়েছে বা অতিরিক্ত নথিপত্র হিসেবে দাখিল করার কথা বলা হয়েছে, সেগুলি দাখিল ও ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল, কারণ এটি স্পষ্টভাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে মামলা দায়েরের সময় সেগুলি তার হেফাজতে ছিল না।

২) এখন, চালানপত্র ব্যতীত অন্যান্য অতিরিক্ত নথিপত্র, যেগুলোর উপর নির্ভর করা হয়েছে বা যেগুলো অতিরিক্ত নথিপত্র হিসেবে দাখিল করার কথা বলা হয়েছে, তাদের বিষয়ে ভিন্ন ভিত্তি প্রযোজ্য হয়। এটি বিতর্কিত নয় এবং প্রকৃতপক্ষে আবেদনে স্পষ্টভাবে স্বীকার করা হয়েছে ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঐ চালানপত্র ব্যতীত অন্যান্য অতিরিক্ত নথিপত্র আবেদনকারীর হেফাজতেই ছিল, কিন্তু সেগুলি আকারে বিশাল হওয়ায় দাখিল করা হয়নি এবং মামলাটি জরুরি ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছিল। তবে, লক্ষণীয় যে দ্বিতীয় মামলাটি যখন দায়ের করা হয়, তখন সেটিকে নিষেধাজ্ঞার জন্য জরুরি মামলাদায়ের বলা যাবে না, কারণ প্রথম মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল অক্টোবর, ২০১৮ মাসে এবং ২৯/১০/২০১৮ তারিখে একটি একতরফা অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা আদেশ জারি হয়েছিল এবং পরবর্তীতে বাদী প্রথম মামলাটি ২৭/০৭/২০১৯ তারিখে প্রত্যাহার করেন, বাণিজ্যিক আদালত আইন অনুযায়ী নতুন মামলা দায়েরের স্বাধীনতা রেখে। এরপর দ্বিতীয় মামলাটি দায়ের করা হয় ৩১/০৮/২০১৯ তারিখে, অর্থাৎ প্রথম মামলা প্রত্যাহারের এক মাস পর।

অতএব বাদীর পক্ষ থেকে মামলাটি যে দ্বিতীয় মামলাটি দায়ের করার সময় তা জরুরি ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছিল, তাই চালান ব্যতীত অন্যান্য অতিরিক্ত নথিপত্র দাখিল করা হয়নি কারণ সেগুলো বিশাল ছিল, তা গ্রহণযোগ্য নয় । এবং তাই এই আদেশ একাদশ বিধি ১ (৪) প্রযোজ্য হবে না, যদিও আবেদনটি দ্বিতীয় মামলা দায়ের করার ত্রিশ দিনের মধ্যে দায়ের করা হয়েছিল। আদালতের অনুমতি চাওয়ার সময় নথির উপর নির্ভর করার জন্য, যা তার ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে ছিল এবং অভিযোগের সাথে প্রকাশ করা হয়নি বা আদেশ একাদশ বিধি ১ (৪) এ নির্ধারিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে, বাদীকে অভিযোগের সাথে প্রকাশ না করার যুক্তিসঙ্গত কারণ স্থাপন করতে হবে।

৩) পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এবং অক্টোবর, ২০১৮ মাসে প্রথম মামলার দায়ের; ২৯/১০/২০১৮ তারিখে বাদীর পক্ষে একতরফা অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা আদেশ; ২৭/০৭/২০১৯ তারিখে প্রথম মামলার প্রত্যাহার এবং পরবর্তীতে ৩১/০৮/২০১৯ তারিখে দ্বিতীয় মামলার দায়েরের আলোকে, চালানপত্র ব্যতীত অন্যান্য অতিরিক্ত নথিপত্র কেবল আকারে বিশাল হওয়ায় সেগুলি বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে—এই যুক্তিকে যৌক্তিক কারণ হিসেবে ধরা যায় না যে কেন সেগুলি অভিযোগ পত্র এর সঙ্গে প্রকাশ/দাখিল করা হয়নি। প্রথম ও দ্বিতীয় মামলার মধ্যে যথেষ্ট সময় ব্যবধান ছিল, আনুমানিক প্রায় ১০ মাস, এবং অতএব যখন দ্বিতীয় মামলাটি দায়ের করা হয়, তখন বাদীর কাছে প্রথম মামলার পর যথেষ্ট সময় ছিল চালানপত্র ব্যতীত অন্যান্য অতিরিক্ত নথিপত্র দাখিল করার জন্য। অতএব, সেই প্রেক্ষিতে, অধঃস্তন উভয় আদালত যথাযথভাবেই আদেশ একাদশ, বিধি ১(৪) পঠনসহ বিধি ১(৫) অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগ করে বাদীকে চালানপত্র ব্যতীত অন্যান্য নথিপত্র অতিরিক্ত নথি হিসেবে উপস্থাপন করার অনুমতি দেয়নি।

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০২১ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৫৬২০।

২০২১ সালের সি.এম. (এম) ১৮১-এ নয়াদিল্লির দিল্লি হাইকোর্টের ০৬.০৪.২০২১ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত ।

সচিন দত্ত, প্রবীন আইনজীবী, জয়ন্ত কুমার, অমিত মেহতা, মিস আতিরা জি. নেয়ার, এম/এস এল এ ডাবলু এফ আই সি , আইনজীবীরা আপিলকারীর পক্ষে।

উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবীরা শ্রীমতী কৃত্তিকা বিজয়, আদিত্য ভার্মা।

আদালত কর্তৃক রায়টি প্রদান করেন

এম. আর. শাহ, বিচারপতি ১) অভিযোগপ্রকাশ ও অসন্তোষ প্রকাশ করে আপিলকারী—মূল বাদী—নিম্নলিখিত আদেশ এবং রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছে, যা দিল্লি হাইকোর্ট, নিউ দিল্লিতে ০৬/০৪/২০২১ তারিখে সি. এম. (এম) নং ১৮১ অব ২০২১ মামলায় প্রদান করা হয়েছে। ওই রায়ে হাইকোর্ট আপিলকারীর দ্বারা দাখিলকৃত আবেদন খারিজ করেছে এবং ১৩/১১/২০১৯ তারিখের বাণিজ্যিক আদালতের আদেশটি নিশ্চিত করেছে, যেখানে আপিলকারী আদেশ সাত, বিধি ১৪(৩) অনুযায়ী অতিরিক্ত নথিপত্র নথিতে রাখার অনুমতি চেয়ে দায়ের করা আবেদন খারিজ করা হয়। এই আদেশের বিরুদ্ধে মূল বাদী এই আপিল দায়ের করেছেন।

২) এখানে আপিলকারী – মূল বাদী বাণিজ্যিক আদালতে, যেটি শেখা হয়েছে অতিরিক্ত জেলা বিচারক (কেন্দ্রীয়) ১০-এর আদালতে চলমান, টি.এম. নম্বর ১২৩ অব ২০১৯ নম্বর বাণিজ্যিক মামলা দায়ের করেন, যেখানে প্রতিপক্ষকে ট্রেড মার্ক "অন্তর্দৃষ্টি", "অন্তর্দৃষ্টি একাডেমি", "অন্তর্দৃষ্টি আইএএস একাডেমি" এবং "অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশনা" ব্যবহার থেকে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি দাবি করা হয়। এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য যে, আপিলকারী পূর্বে টি.এম. নম্বর ২৩৬ অব ২০১৮ নামে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন, যেখানে উক্ত ট্রেড মার্কের গৃহীত হওয়া এবং ব্যবহারের দাবি করা হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে, ঐ মামলা ২৭/০৭/২০১৯ তারিখে প্রত্যাহার করা হয়, কারণ এটি বাণিজ্যিক আদালত আইন, ২০১৫ (যাকে এখানে বাণিজ্যিক আদালত আইন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর বিধানসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না এবং এরপর ৩১/০৮/২০১৯ তারিখে বর্তমান মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় অভিযোগ করা হয় যে, উক্ত ট্রেড মার্ক গৃহীত ও ব্যবহৃত হচ্ছে ২০০৬ সাল থেকে। বাণিজ্যিক বিভাগাধীন হাইকোর্ট বা বাণিজ্যিক আদালতে চলমান মামলাগুলির জন্য প্রযোজ্য আদেশ একাদশ, বিধি ১ অনুযায়ী, বাদীকে মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত সব নথিপত্রের তালিকা এবং নথিপত্রের ফটোকপি, যা তার ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা তত্ত্বাবধানে আছে, দাখিল করতে হয়। অভিযোগপত্রের সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু নথিপত্র, যার মধ্যে চালানপত্রও অন্তর্ভুক্ত, দাখিল করা হয়নি; এজন্য এখানে আপিলকারী আদেশ ৭, বিধি ১৪(৩) এবং দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ১৫১ অনুযায়ী অতিরিক্ত নথিপত্র দাখিল করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন।

২.১) ১৩/১১/২০১৯ তারিখের আদেশে, বিজ্ঞ বাণিজ্যিক আদালত আপীলকারীর দাখিল করা অতিরিক্ত নথিপত্র দাখিলের জন্য আদালতের অনুমতি চেয়ে করা আবেদনটি খারিজ করে দেন।

এরপর প্রতিপক্ষ ০৬/০১/২০২০ তারিখে লিখিত প্রতিক্রিয়া দাখিল করে। আদেশ XI, বিধি ৭ অনুসারে, প্রতিপক্ষকেও মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত নথিপত্রের তালিকা এবং নথিপত্রের ফটোকপি, যা তার ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা তত্ত্বাবধানে রয়েছে, লিখিত প্রতিক্রিয়া বা তার বিরোধী দাবি থাকলে তা সঙ্গে দাখিল করতে হত। তবে, কিছু নথিপত্র প্রতিপক্ষ লিখিত প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে দাখিল করেনি; এজন্য প্রতিপক্ষ দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ একাদশ, বিধি ১(১০) অনুযায়ী অতিরিক্ত নথিপত্র দাখিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন। তবে বাণিজ্যিক আদালত ০৮/১০/২০২০ তারিখের আদেশে ঐ আবেদন আংশিকভাবে খারিজ করেন।

এখানে উত্তরদাতা – মূল উত্তরদাতা, ০৮/১০/২০২০ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে আপিল করেন। দিল্লি হাইকোর্ট ০৭/১২/২০২০ তারিখের আদেশে ঐ আপিল গ্রহণ করে এবং উত্তরদাতার দাখিলকৃত সকল নথিপত্র নথিভুক্ত গ্রহণ করে। এরপর প্রজ্ঞাত বাণিজ্যিক আদালত ১৬/০১/২০২১ তারিখের আদেশে দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৩৯, বিধি ১ এবং ২ অনুযায়ী বাদীর দাখিলকৃত অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আবেদন খারিজ করে।

২.২) এরপরে আবেদনকারী-মূল বাদী দিল্লি হাইকোর্টের কাছে ২০২১ সালের সিএম (এম)নং .১৮১ দায়ের করেন তারিখের আদেশকে বিরধিতা করে, বাদী কর্তৃক দায়ের করা অতিরিক্ত নথি দাখিল করার জন্য আদালতের অনুমতি চেয়ে আবেদন খারিজ করে। বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট ২০২১ সালের উল্লিখিত সিএম (এম) নং ১৮১ খারিজ করে দিয়েছে এবং বাদী কর্তৃক দায়ের করা অতিরিক্ত নথি দাখিল করার অনুমতি চেয়ে আবেদন খারিজ করে বিজ্ঞ বাণিজ্যিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশকে নিশ্চিত করেছে।

৩) হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে মূল বাদী বর্তমান আপিলটি পছন্দ করেছেন।

৪) শ্রী শচীন দত্ত, আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী জোরালোভাবে জমা দিয়েছেন যে মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, বাদী কর্তৃক অতিরিক্ত নথি ফাইল/উপস্থাপন করার জন্য জমা দেওয়া আবেদন, যেমন আদেশ XIV বিধি ৩-এর অধীনে জমা দেওয়া আবেদনে উল্লিখিত অনুমতি দেওয়া উচিত। ছিল।

৪.১) এটি জোরালোভাবে জমা দেওয়া হয়েছে যে এই জাতীয় নথিগুলির উপর নির্ভর করার চেষ্টা করা হয় এবং নথিতে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয় যা মামলাটির ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৪.২) এটি জমা দেওয়া হয় যে যখন উত্তরদাতাকে সিপিসি-র আদেশ XI বিধি ১(১০)-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য লিখিত বিবৃতি সহ অতিরিক্ত নথিগুলি নথিভুক্ত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, একইভাবে বাদীকেও অতিরিক্ত নথিগুলি নথিভুক্ত করার অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল যা মামলাটির ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৪.৩) এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী দত্ত দ্বারা যে অতিরিক্ত নথি দাখিল করার জন্য আবেদনটি হাইকোর্টের প্রশংসা করা উচিত ছিল মামলা দায়ের করার ১০ দিনের মধ্যে বাদী দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে তাই হাইকোর্ট এই রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল করেছে যে অতিরিক্ত নথিগুলি বাদী দ্বারা বিলম্বিত পর্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছিল। এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে অতিরিক্ত নথি দাখিল না করার ব্যাখ্যাটি একটি চিন্তাভাবনা এবং যখন আদেশ XXXIX বিধি ১ এর অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আবেদনটি আদেশের জন্য রাখা হয়েছিল তখন হাইকোর্টও বস্তুগতভাবে ভুল করেছে।

৪.৪) এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে হাইকোর্ট এই সত্যটিকে মোটেও প্রশংসা করেনি যে অতিরিক্ত নথি জমা দেওয়ার জন্য আদালতের অনুমতি চাওয়ার আবেদনটি মামলা দায়ের করার ৩০ দিনের মধ্যে দায়ের করা হয়েছিল এবং তাই সিপিসি-র আদেশ XI বিধি ১ (৪)-এর অধীনে প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হয়েছিল।

৪.৫) এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে এমনকি হাইকোর্টও এই বিষয়টি উপলব্ধি না করে ভুল করেছে যে অতিরিক্ত নথিগুলি ইতিমধ্যে বাদীপত্রে করা দাবির সমর্থনে রয়েছে।

৪.৬) এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে এমনকি হাইকোর্টও এই বিষয়টি উপলব্ধি না করে ভুল করেছে যে বিদ্বান বিচার আদালত/বাণিজ্যিক আদালত নথিগুলিকে সন্দেহজনক বলে ধরে নিয়ে ভুল করেছে কারণ বাদী বাদী বাদীপত্রে উল্লিখিত নথির অস্তিত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করেননি।

এটি জমা দেওয়া হয় যে অতিরিক্ত নথিপত্র দাখিলের পর্যায়ে, প্রজ্ঞাত বিচারক আদালত/বাণিজ্যিক আদালতকে দাখিলকৃত নথিপত্রের সত্যতা বিবেচনা করার কোনো প্রয়োজন ছিল না, যা মামলার বিচারকালীন সময়ে নির্ধারণ বা বিবেচনা করা উচিত।

৪.৭) আরও বলা হয়েছে যে, অন্যথায়, যে চালানগুলি পেশ করার জন্য চাওয়া হয়েছে, সেগুলির ক্ষেত্রেও, এটি বিশেষভাবে বলা হয়েছিল যে, যে সময়ে মামলা দায়ের করা হয়েছিল সেই সময়ে উক্ত নথিগুলি বাদীর কাছে উপলব্ধ ছিল না বা ছিল না এবং পরবর্তীকালে সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল।

৪.৮)এটি আবেদনকারীর সি-এর পক্ষে উপস্থিত কৌঁসুলি দ্বারা আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে মামলার সাথে চালান ব্যতীত অন্যান্য অতিরিক্ত নথি উপস্থাপন না করার জন্য বাদী দ্বারা দৃঢ় কারণ দেওয়া হয়েছিল। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, অভিযোগের সাথে চালান ব্যতীত অন্যান্য অতিরিক্ত নথি উপস্থাপন না করার জন্য বাদীর পক্ষ থেকে অন্য কোনও অসৎ উদ্দেশ্য এবং/অথবা অবহেলা ছিল না। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে মামলাটি একপক্ষীয় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে জরুরি ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছিল । তাই, যখন অতিরিক্ত নথিপত্র উপস্থাপনের অনুমতির জন্য আবেদনটি মামলা দায়েরের তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ কোনও অযথা বিলম্ব ছাড়াই দাখিল করা হয়েছিল, তখন উক্ত আবেদনটি মঞ্জুর করা উচিত ছিল এবং বাদীকে আবেদনে উল্লিখিত অতিরিক্ত নথিপত্র উপস্থাপনের অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল।

৫) বর্তমান আপিলের তীব্র বিরোধিতা করেছেন সুশ্রী কৃতিকা বিজয়, এখানে উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞও আইনজীবী-মূল উত্তরদাতা ।

৫.১) এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে এবং বাণিজ্যিক আদালতের সামনে মামলাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্ডার একাদশ রুলের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য বিবেচনা করে এবং উক্ত বিধানগুলি বিবেচনা করে, বিজ্ঞ বিচার আদালত /বাণিজ্যিক আদালত পাশাপাশি হাইকোর্ট উভয়ই সিপিসির আদেশ সপ্তম বিধি ১৪ (৩) এর অধীনে বাদী কর্তৃক দায়ের করা আবেদনটি যথাযথভাবে খারিজ করে দিয়েছে।

৫.২) এটি জমা দেওয়া হয় যে, বাদী সহ অতিরিক্ত নথি পেশ না করার জন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেননি। এটি জমা দেওয়া হয় যে, কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণের অভাবে, অতিরিক্ত নথি পেশ করার জন্য আদালতের অনুমতি চাওয়ার জন্য বাদী কর্তৃক জমা দেওয়া আবেদনটি যথাযথভাবে খারিজ করা হয়। এটি জমা দেওয়া হয় যে অতিরিক্ত নথিগুলি নথিভুক্ত করার জন্য আদালতের অনুমতি চাওয়ার জন্য বাদীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করার আদেশটি সম্পূর্ণরূপে সিপিসি-র আদেশ XI বিধি ১(৪) এবং আদেশ XI বিধি ১ (৫)-এর বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৫.৩) মূল উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও দাখিল করছেন যে, সিপিসি সংশোধনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, বাণিজ্যিক আদালত আইনের ধারা ১৬ বিবেচনা করে, সিপিসি'র আদেশ XI বিধি ১ সংশোধন করা, বাণিজ্যিক আদালত আইনের ধারা ৭ বিধি ১৪(৩) মোটেও প্রযোজ্য হবে না এবং যা প্রযোজ্য হবে তা হল সিপিসি'র আদেশ একাদশ বিধি ১ যা বাণিজ্যিক আদালতের সামনে মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৫.৪) এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে বাদী কর্তৃক জমা দেওয়া আবেদনে যথার্থতার অভাব রয়েছে যা আদেশ XXXIX বিধি ১ অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আবেদনের শুনানি চলাকালীন বুঝতে পেরেছিল যে পরবর্তীকালে যে নথিগুলি উপস্থাপন করতে চাওয়া হয়েছে সেগুলি উপস্থাপন না করা তাদের পথে আসতে পারে এবং অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আবেদনটি আদেশের জন্য রাখা হয়েছিল এবং একটি চিন্তাভাবনা হিসাবে আবেদনটি দেওয়া হয়েছিল। এটি এখানে উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা আরও জমা দেওয়া হয়েছে-মূল উত্তরদাতা যে চালানগুলি ব্যতীত অন্য অতিরিক্ত নথিগুলি উপস্থাপন না করার কারণ/কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে, যেমন নথিগুলি ভারী ছিল এবং তাই সেগুলি উপস্থাপন করা হয়নি, পরবর্তীকালে বাদীকে অতিরিক্ত নথিগুলি নথিভুক্ত করার অনুমতি দেওয়ার ভিত্তি হতে পারে না যা বাদী দায়ের করার সময় তার দখলে ছিল।

৬) উপরোক্ত দাখিলগুলি পেশ করে, বর্তমান আপিলটি খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে।

৭) আমরা এ-এর পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট পক্ষের পক্ষ থেকে বিদ্বান পরামর্শদাতাকে দীর্ঘ সময় ধরে উপস্থিত হতে শুনেছি।

৭.১) বিতর্কিত রায় এবং আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট ১৩/১১/২০১৯ তারিখের বিজ্ঞ বাণিজ্যিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের সত্যতা নিশ্চিত করে আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছেন, যেখানে আপিলকারী - মূল বাদীর - অতিরিক্ত নথি রেকর্ডে রাখার জন্য আদালতের অনুমতি চেয়ে দায়ের করা আবেদনটি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।। উক্ত আবেদনের মাধ্যমে বাদী আবেদনটির ৩ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত চালানগুলি এবং অন্যান্য কিছু অতিরিক্ত নথিও নথিতে রাখার জন্য তাকে ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। যে বাদী অতিরিক্ত নথি নথি নথিভুক্ত করার অনুমতি দেওয়ার আবেদন ৩ এবং ৪ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপঃ-

"৩)বর্তমান আবেদনের সাথে সংযুক্ত নথিপত্র, বিশেষ করে ০৩/০৫/২০০৫ তারিখের চালান, ০৮/০৭/২০০৫ তারিখের চালান, ১০.০৮.২০০৫ তারিখের চালান, ২২/০২.২০০৬ তারিখের চালান, ১০/০৪/২০০৬ তারিখের চালান, ০৫/০৬/২০০৬ তারিখের প্রথম চালান, ১৫/০৭/২০০৬ তারিখের চালান, ০/০১/২০০৭ তারিখের চালান, ১৪/০৩/২০০৭ তারিখের চালান, ১৯/০৫/২০০৭ তারিখের চালান, ০৮/০৭/২০০৭ তারিখের চালান, ০৬/০৯/২০০৭ তারিখের চালান, ১৪/'০৩/২০০৭ তারিখের চালান, ০১/১/২০০৭ তারিখের চালান, অভিযোগ দায়ের করা যায়নি কারণ অভিযোগটি অত্যন্ত পুরানো এবং অভিযোগ দায়েরের সময় বাদীর দখলে ছিল না। এখন বাদী শিবালিক গ্রাফিক্স থেকে একই জিনিস খুঁজে পেয়েছেন।

৪) বাদী মামলা সম্পর্কিত প্রচুর নথির কারণে উপরোক্ত নথিগুলি ছাড়া অন্য নথিগুলি মামলা দায়ের করার সময় দায়ের করা যায়নি তবে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের বিচারের জন্য এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

উপরোক্ত আবেদনটি বিদ্বান 'বাণিজ্যিক আদালত দ্বারা খারিজ করা হয়েছে, যা হাইকোর্ট দ্বারা বিতর্কিত রায় এবং আদেশ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৭.২) শুরুতে, এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে অতিরিক্ত নথি নথিভুক্ত করার জন্য অনুমতির জন্য উল্লিখিত আবেদনটি আবেদনকারী এখানে পছন্দ করেছিলেন-সিপিসি-র আদেশ VII বিধি ১৪ (৩)-এর অধীনে মূল বাদী।

তবে, বাণিজ্যিক আদালতের সামনে মামলার ক্ষেত্রে দেওয়ানি কার্যবিধি সংশোধিত বাণিজ্যিক মামলার ক্ষেত্রে অর্ডার XI বিধি ১ প্রযোজ্য বলে বিবেচনা করে এবং বাণিজ্যিক আদালত আইনের ধারা ১৬ অনুসারে, সি পি সি -এর আদেশ VII বিধি ১৪ (৩) এর কোনও প্রয়োগ হবে না। বাণিজ্যিক আদালতের সামনে মামলার ক্ষেত্রে আদেশ XI বিধি ১ সংশোধন করার পরে এবং বাণিজ্যিক বিভাগের সামনে এবং বাণিজ্যিক আদালতের সামনে মামলার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট বিধান/পদ্ধতি নির্ধারণ করার পরে, বাণিজ্যিক আদালত আইন, ২০১৫ দ্বারা সংশোধিত দেওয়ানি কার্যবিধির বিধান অনুসরণ করতে হবে এবং হাইকোর্টের এখতিয়ারের কোনও নিয়মের কোনও বিধান বা রাজ্য সরকারের দেওয়ানি কার্যবিধির কোনও সংশোধন যা বাণিজ্যিক আদালত আইন দ্বারা সংশোধিত দেওয়ানি কার্যবিধির কোডের সাথে সাংঘর্ষিক, বাণিজ্যিক আদালত আইন দ্বারা সংশোধিত দেওয়ানি কার্যবিধির বিধান প্রাধান্য পাবে। অতএব, বাণিজ্যিক আদালত আইনের সংশোধনী দ্বারা সংশোধিত আদেশ একাদশ বিধি ১, বাণিজ্যিক বিভাগ এবং বাণিজ্যিক আদালতের সামনে মামলার ক্ষেত্রে, আদেশ VII বিধি ১৪ (৩) এর বিধানগুলি মোটেই প্রযোজ্য হবে না। অতএব, বাদী অতিরিক্ত নথি রেকর্ডে রাখার জন্য আদালতের অনুমতি চেয়ে ভুল বিধান প্রয়োগ করেছেন। যাইহোক, এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে, এরপরে, বিজ্ঞ বাণিজ্যিক আদালত এবং হাইকোর্ট উভয়ই বাণিজ্যিক আদালত আইন দ্বারা সংশোধিত এবং বাণিজ্যিক বিভাগ, বাণিজ্যিক আদালতের সামনে দায়ের করা মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিসাবে সিপিসির আদেশ একাদশ বিধি ১ বিবেচনা করেছেন এবং এমনকি প্রয়োগ করেছেন, আমরা এখানে আপিলকারী - মূল বাদী কর্তৃক জমা দেওয়া আবেদনটি বিবেচনা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি, যেন এটি সিপিসির আদেশ একাদশ বিধি ১ (৪) এর অধীনে জমা দেওয়া হয়েছিল।

৭.৩) এটা সত্য যে বাণিজ্যিক মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সিপিসির আদেশ XI বিধি ১ একটি আমূল পরিবর্তন এনেছে এবং এটি বাদীকে সমস্ত নথির একটি তালিকা, মামলার সাথে সম্পর্কিত তার ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতের সমস্ত নথির ফটোকপি, অভিযোগের সাথে দাখিল করতে বাধ্য করে এবং আদেশ একাদশ নিয়ম ১ এর অধীনে প্রদত্ত একটি পদ্ধতি বাদী এবং উত্তরদাতা উভয়কেই অনুসরণ করতে হবে, যখন মামলাটি বাণিজ্যিক মামলা হয়। আদেশ একাদশ বিধি ১, বাণিজ্যিক মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, নিম্নরূপ:-

১) নথি প্রকাশ ও আবিষ্কার-(১) বাদী বাদী সহ মামলা সম্পর্কিত সমস্ত নথি এবং ফটোকপির একটি তালিকা দাখিল করবেন, তার ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে, যার মধ্যে রয়েছেঃ-

(ক) বাদীর দ্বারা উল্লিখিত এবং নির্ভরযোগ্য নথি;

(খ) বাদী মামলা দায়ের করার তারিখে বাদী পক্ষের ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে কার্যধারায় যে কোনও বিষয় সম্পর্কিত নথি, তা বাদীর মামলার সমর্থনে বা প্রতিকূল কিনা তা নির্বিশেষে;

(গ) এই নিয়মের কোনও কিছুই বাদীদের দ্বারা উপস্থাপিত নথির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না এবং শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক-

(i) উত্তরদাতার সাক্ষীদের জেরা করার জন্য, অথবা

(ii) আরজি দায়েরের পর উত্তরদাতা কর্তৃক স্থাপিত যেকোনো মামলার জবাবে,

(iii) একজন সাক্ষীর স্মৃতি সতেজ করার জন্য তাকে হস্তান্তর করা হয়েছিল

(২) বাদীর ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে থাকা নথিগুলি আসল, অফিসের অনুলিপি বা ফটোকপি কিনা তা বাদীর কাছে দাখিল করা নথির তালিকায় উল্লেখ থাকবে এবং তালিকাটি সংক্ষেপে প্রতিটি নথির পক্ষগুলির বিবরণ, কার্যকর করার পদ্ধতি, জারি বা প্রাপ্তি এবং প্রতিটি নথির হেফাজতের লাইনও নির্ধারণ করবে।

(৩) অভিযোগপত্রে বাদীর কাছ থেকে শপথের উপর একটি ঘোষণা থাকবে যে, বাদীর ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতের সমস্ত নথি, তার দ্বারা শুরু করা কার্যধারার তথ্য ও পরিস্থিতি সম্পর্কিত প্রকাশ করা হয়েছে এবং তার অনুলিপিগুলি বাদীর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং বাদীর ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে অন্য কোনও নথি নেই।

ব্যাখ্যা-এই উপ-নিয়মের অধীনে শপথের একটি ঘোষণা পরিশিষ্টে বর্ণিত সত্যের বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(৪) জরুরি ফাইলিংয়ের ক্ষেত্রে, বাদী অতিরিক্ত নথির উপর নির্ভর করার অনুমতি চাইতে পারেন, শপথের উপরের ঘোষণার অংশ হিসাবে এবং আদালত কর্তৃক এই ধরনের অনুমতি মঞ্জুর সাপেক্ষে, বাদী মামলা দায়ের করার ত্রিশ দিনের মধ্যে আদালতে এই ধরনের অতিরিক্ত নথি দাখিল করবেন, শপথের ঘোষণা সহ যে বাদী বাদী কর্তৃক শুরু করা কার্যধারার তথ্য ও পরিস্থিতি সম্পর্কিত সমস্ত নথি তার ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে উপস্থাপন করেছেন এবং বাদী তার ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে অন্য কোনও নথি নেই।

(৫) বাদীকে এমন নথির উপর নির্ভর করতে দেওয়া হবে না, যা বাদীর ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে ছিল এবং অভিযোগের সাথে বা উপরে নির্ধারিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রকাশ করা হয়নি, আদালতের অনুমতি ব্যতীত এবং ব্যতীত এবং এই ধরনের অনুমতি কেবল বাদীকে দেওয়া হবে যা অভিযোগ সহ প্রকাশ না করার যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রতিষ্ঠা করে।

(৬) বাদী নথির বিশদ বিবরণ নির্ধারণ করবে, যা বাদী আসামীর ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে রয়েছে বলে বিশ্বাস করে এবং যার উপর বাদী নির্ভর করতে চায় এবং উক্ত আসামীর দ্বারা উপস্থাপনের জন্য অনুমতি চাইতে চায়।

(৭) উত্তরদাতা লিখিত বিবৃতি বা তার সাথে মামলা সম্পর্কিত তার ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে থাকা সমস্ত নথি এবং সমস্ত নথির ফটোকপিগুলির একটি তালিকা দাখিল করবে, যার মধ্যে-

(ক) লিখিত বিবৃতিতে বিবাদী দ্বারা উল্লিখিত এবং নির্ভর করা নথি;

(খ) আসামীর ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতের কার্যধারায় প্রশ্নবিদ্ধ যে কোনও বিষয় সম্পর্কিত নথি, তা সে আসামীর প্রতিরক্ষার পক্ষে বা প্রতিকূল কিনা তা নির্বিশেষে;

(গ) এই নিয়মের কোনও কিছুই উত্তরদাতাদের দ্বারা উপস্থাপিত নথির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না এবং শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক-

(i) বাদী সাক্ষীদের জেরা করার জন্য,

(ii) অভিযোগ দায়েরের পরে বাদী কর্তৃক স্থাপিত যে কোনও মামলার জবাবে, অথবা

(iii) একজন সাক্ষীকে কেবল তার স্মৃতি সতেজ করার জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে।

(৮) লিখিত বিবৃতি বা পাল্টা দাবির সাথে দাখিল করা নথির তালিকা নির্দিষ্ট করবে যে আসামীর ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে থাকা নথিগুলি আসল, অফিসের অনুলিপি বা ফটোকপি কিনা এবং তালিকাটি সংক্ষেপে বিবাদী দ্বারা উপস্থাপিত প্রতিটি নথির পক্ষগুলির বিবরণ, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পদ্ধতি, জারি বা প্রাপ্তি এবং প্রতিটি নথির হেফাজতের লাইনও নির্ধারণ করবে।

(৯) লিখিত বিবৃতি বা পাল্টা দাবিটিতে বাদী কর্তৃক প্রদত্ত শপথের উপর একটি ঘোষণা থাকবে যে বাদী কর্তৃক শুরু করা কার্যধারার তথ্য ও পরিস্থিতি সম্পর্কিত উপ-বিধি (৭) (গ) (iii) ব্যতীত বিবাদীর ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতের সমস্ত নথি প্রকাশ করা হয়েছে এবং লিখিত বিবৃতি বা পাল্টা দাবির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং যে বিবাদীর ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজত, অন্য কোনও নথি নেই।

(১০) ব্যতীত এবং উপ-নিয়ম (৭) (গ) (iii) ব্যতীত, আসামীকে এমন নথির উপর নির্ভর করতে দেওয়া হবে না, যা আসামীর ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে ছিল এবং লিখিত বিবৃতি বা পাল্টা দাবির সাথে প্রকাশ করা হয়নি, আদালতের অনুমতি ব্যতীত এবং এই ধরনের অনুমতি কেবল বিবাদীকে লিখিত বিবৃতি বা পাল্টা দাবির সাথে প্রকাশ না করার যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রতিষ্ঠার জন্য দেওয়া হবে।

(১১) লিখিত বিবৃতি বা পাল্টা দাবি বাদীর ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতের নথির বিশদ বিবরণ নির্ধারণ করবে, যার উপর বিবাদী নির্ভর করতে চায় এবং যা বাদীর সাথে প্রকাশ করা হয়নি, এবং বাদীকে একই উপস্থাপন করার আহ্বান জানাবে।

(১২) পক্ষের নজরে আসা নথি প্রকাশ করার দায়িত্ব মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

আদেশ XI বিধি ১(৩)-এ বলা হয়েছে যে, বাদীর শপথের ভিত্তিতে অভিযোগপত্রে একটি ঘোষণা থাকবে যে, তাঁর দ্বারা শুরু করা কার্যধারার তথ্য ও পরিস্থিতি সম্পর্কিত বাদীর ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতের সমস্ত নথি প্রকাশ করা হয়েছে এবং তার অনুলিপিগুলি বাদীর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং বাদীর ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে অন্যান্য নথি নেই।

আদেশ ১১ বিধি ১ (৩) এর ব্যাখ্যা অনুসারে, এই উপ-বিধির অধীনে শপথের মাধ্যমে একটি ঘোষণা পরিশিষ্টে বর্ণিত সত্য বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সত্য বিবৃতি সম্পর্কিত পরিশিষ্ট ১ নিম্নরূপ:-

পরিশিষ্ট - ১

সত্যের বিবৃতি

(প্রথম তফসিলের অধীনে, আদেশ VI- বিধি ১৫এ এবং আদেশ XI-বিধি ৩)

আমি ------ সাক্ষী এতদ্বারা সশ্রদ্ধচিত্তে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি এবং নিম্নরূপে ঘোষণা করছি:

২) উপরের মামলার পক্ষকে অবহিত করুন এবং এই হলফনামা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত।

২.১) আমি মামলার তথ্যের সাথে যথেষ্ট পরিচিত এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি এবং নথিভুক্ত পরীক্ষা করেছি।

৩) আমি বলছি যে অনুচ্ছেদে দেওয়া বিবৃতিগুলি আমার জ্ঞান অনুযায়ী সত্য এবং অনুচ্ছেদে দেওয়া বিবৃতিগুলি প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি যা আমি সঠিক বলে বিশ্বাস করি এবং অনুচ্ছেদে দেওয়া বিবৃতিগুলি আইনি পরামর্শের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

৪) আমি বলি যে কোনও 'বস্তুগত তথ্য, নথি বা রেকর্ডের কোনও মিথ্যা বিবৃতি বা গোপনতা নেই এবং আমি এমন তথ্য অন্তর্ভুক্ত করেছি যা আমার মতে বর্তমান মামলার জন্য প্রাসঙ্গিক।

৫) আমি বলছি যে আমার ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে থাকা সমস্ত নথি, আমার দ্বারা শুরু করা মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতি সম্পর্কিত, প্রকাশ করা হয়েছে এবং এর অনুলিপিগুলি আরজির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, এবং আমার ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে থাকা অন্য কোনও নথি আমার কাছে নেই। ৬) আমি বলছি যে উপরে উল্লিখিত আবেদনপত্রে মোট পৃষ্ঠা রয়েছে, যার প্রতিটিতে আমি যথাযথভাবে স্বাক্ষর করেছি।

৭) আমি উল্লেখ করছি যে এখানে সংযুক্তিগুলি আমার দ্বারা উল্লিখিত এবং নির্ভর করা জি নথির সত্যিকারের অনুলিপি।

৮) আমি জানি যে কোনও মিথ্যা বিবৃতি বা গোপন করার জন্য, আমি আপাতত বলবৎ আইনের অধীনে আমার বিরুদ্ধে নেওয়া পদক্ষেপের জন্য দায়বদ্ধ থাকব।

স্থানঃ

তারিখঃ

ঘোষণাকারী

যাচাইকরণ

আমি, ... এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত বিবৃতিসমূহ আমার জ্ঞাতসারে সত্য।

যাচাই করা হলো [স্থান]-এ, এই [তারিখ]-এ

ঘোষণাকারী...

অতএব, হলফনামা আকারে উক্ত ঘোষণা বাদী পক্ষের অভিযোগপত্রের অংশ হিসেবে থাকবে। বাদীকে হলফনামা আকারে ঘোষণা করতে হবে যে, তার/তাদের ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে থাকা, মামলার প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি সম্পর্কিত সমস্ত নথিপত্র প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাদের অনুলিপি অভিযোগপত্রের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, এবং তার ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে এর অতিরিক্ত আর কোনো নথিপত্র নেই।

৭.৪) অতএব, আদেশ ১১ বিধি ১ অনুযায়ী বাদীর জন্য এটি বাধ্যতামূলক যে, সে তার ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে থাকা, মামলার প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি সম্পর্কিত সমস্ত নথিপত্র প্রকাশ করবে ও দাখিল করবে। যাইহোক, আদেশ XI বিধি ১(৪)-এ প্রদত্ত আদালতের অনুমতি সহ অতিরিক্ত নথিগুলি নথিতে কেনার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। আদেশ একাদশ বিধি ১(৪)-এ বলা হয়েছে যে, জরুরি ফাইলিংয়ের ক্ষেত্রে বাদী শপথের উপরের ঘোষণার অংশ হিসাবে অতিরিক্ত নথির উপর নির্ভর করার অনুমতি চাইতে পারেন [আদেশ ১ বিধি ১ (৩)-এর অধীনে প্রদত্ত] এবং আদালত কর্তৃক এই ধরনের অনুমতি মঞ্জুর সাপেক্ষে, বাদী মামলা দায়ের করার ত্রিশ দিনের মধ্যে আদালতে এই ধরনের অতিরিক্ত নথি দাখিল করবেন, শপথের উপর একটি ঘোষণা সহ যে বাদী বাদী তার ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে, বাদী কর্তৃক শুরু করা কার্যধারার তথ্য এবং পরিস্থিতি সম্পর্কিত সমস্ত নথি উপস্থাপন করেছেন এবং বাদীটির অন্য কোনও নথি, তার ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, হেফাজতে বা হেফাজতে নেই।

৭.৫) আদেশ XI বিধি ১ (৫) আরও বলে যে, বাদীর ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে থাকা এবং আদালতের অনুমতি ব্যতীত, উপরে বর্ণিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রকাশ না করা নথির উপর নির্ভর করার অনুমতি বাদীকে দেওয়া হবে না এবং আদালতের অনুমতি ব্যতীত এবং এই ধরনের অনুমতি কেবল বাদীর অভিযোগের সাথে প্রকাশ না করার যুক্তিসঙ্গত কারণ স্থাপনের পরেই মঞ্জুর করা হবে।

অতএব, আদেশ একাদশের বিধি ১ (৪) - আদেশ একাদশের বিধি ১ (৫) - এর সম্মিলিত পাঠে, এটি উঠে আসে যে (i) জরুরি দাখিলের ক্ষেত্রে বাদী অতিরিক্ত নথির উপর নির্ভর করার জন্য অনুমতি চাইতে পারেন; (ii) মামলা দায়েরের ত্রিশ দিনের মধ্যে; (iii) আরজি সহ প্রকাশ না করার যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্ধারণ করা।

৭.৬) অতএব, বাদীকে আরও ত্রিশ দিনের সময় দেওয়া হয়েছে যাতে তিনি নথিভুক্ত করতে পারেন অথবা আদালতে অতিরিক্ত নথি দাখিল করতে পারেন, যা আদেশ XI বিধি (৩) অনুসারে বাদী কর্তৃক দাখিল করার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল, যদি অভিযোগ সহ প্রকাশ না করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণের জন্য, যে নথিগুলি বাদীর ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে ছিল এবং বাদীর সাথে প্রকাশ করা হয়নি। অতএব, বাদীকে অভিযোগ সহ প্রকাশ না করার যুক্তিসঙ্গত কারণ পূরণ করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবে, একই সময়ে, অভিযোগ সহ নথি প্রকাশ না করার যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা প্রযোজ্য না হলে তা প্রযোজ্য হবে না এবং এটি বাদীর ক্ষেত্রে যে নথিগুলি পরবর্তীকালে পাওয়া গেছে এবং প্রকৃতপক্ষে বাদী, নিয়ন্ত্রণ, বা হেফাজতে ছিল না। সুতরাং, আদেশ একাদশের সাথে যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, আদেশ একাদশের সাথে যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রকাশ করা যাবে না, এবং আদেশ একাদশের সাথে যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রকাশ করা হবে।

৮) আইনগত বিধানগুলি বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করার পর, অতিরিক্ত নথির উপর নির্ভর করার অনুমতির জন্য বাদীর আবেদন খারিজ করে বিজ্ঞ বাণিজ্যিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, হাইকোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত, পরীক্ষা এবং বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৮.১) নথি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম মামলা বাদী পক্ষের দ্বারা অক্টোবর, ২০১৮ মাসে দায়ের করা হয়েছিল, যার নম্বর ছিল টি এম নং ২৩৬ অব ২০১৮, যাতে বিবাদীকে বাদীর ট্রেড মার্ক লঙ্ঘন এবং পাসিং-অফ করা থেকে বিরত রাখার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। ২৯/১০/২০১৮ তারিখের এক আদেশে বাদীর পক্ষে একতরফা অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে বোঝা যায় এবং স্বীকার করা হয় যে, পূর্বের মামলাটি "বাণিজ্যিক আদালত আইন"-এর বিধানসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ফলে বাদী ২৭/০৭/২০১৯ তারিখে TM নং ২৩৬ অব ২০১৮ মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয় এবং তাকে ২০১৫ সালের "বাণিজ্যিক আদালত আইন" অনুযায়ী নতুন মামলা দায়েরের অনুমতি প্রদান করা হয়। অতঃপর দ্বিতীয় মামলা দায়ের করা হয় ৩১/০৮/২০১৯ তারিখে এবং দ্বিতীয় মামলা দায়েরের তারিখ থেকে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে বর্তমান আপিলকারী – মূল বাদী, অতিরিক্ত নথিপত্র দাখিলের জন্য আদালতের অনুমতির আবেদন করেন। উক্ত আবেদনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, চালানপত্র বাদীর দখলে ছিল না মামলার অভিযোগপত্র দাখিলের সময় এবং অন্যান্য নথিপত্র দাখিল করা হয়নি কারণ সেগুলি ছিল অতিকায় । সুতরাং, যেহেতু চালানপত্রগুলি যেগুলির ওপর নির্ভর করা বা দাখিল করা অতিরিক্ত নথিপত্র হিসেবে চাওয়া হয়েছিল, সেগুলি বাদীর দখলে ছিল না অভিযোগপত্র/মামলা দায়েরের সময়, তাই সেই চালানপত্রগুলি দাখিল এবং ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা উচিত ছিল।

৮.২) উত্তরদাতা পক্ষের পক্ষ থেকে যে দাবী করা হয়েছে যে, উপস্থাপন না করার কারণটি পরবর্তীতে বিবেচনা করা হয়েছিল, তা গ্রহণ করা যাবে না কারণ দ্বিতীয় মামলা দায়েরের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে এবং আদেশ XXXIX বিধি ১ এর অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আবেদনটি সম্পূর্ণরূপে শুনানি না হওয়া এবং আদেশের জন্য রাখা হয়নি।

৮.৩) অতিরিক্ত নথিপত্র রেকর্ডে রাখার অনুমতি দেওয়ার পর্যায়ে আদালতকে নথিপত্র/অতিরিক্ত নথিপত্রের সত্যতা, বিচারের সময় নথিপত্রের সত্যতা কোন পর্যায়ে বিবেচনা করা হবে এবং/অথবা এমনকি আদেশ XXXIX বিধি ১ এর অধীনে আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর্যায়েও প্রাথমিকভাবে মামলা বিবেচনা করার সময় বিবেচনা করার প্রয়োজন হয় না।

অতএব, অতিরিক্ত নথি হিসাবে আবেদনে উল্লিখিত চালানগুলির উপর নির্ভর/উপস্থাপনের জন্য বাদীকে অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল।

৮.৪) এখন, চালান ব্যতীত অন্যান্য নথির উপর নির্ভর/উপস্থাপনের জন্য চাওয়া অন্যান্য নথিগুলি যতদূর পর্যন্ত সম্পর্কিত, একই অবস্থান ভিন্ন ভিত্তিতে। এটি বিতর্কিত নয় এবং প্রকৃতপক্ষে এটি বিশেষভাবে স্বীকার করা হয়েছিল এবং আবেদনে বলা হয়েছে যে চালান ব্যতীত অন্যান্য অতিরিক্ত নথিগুলি তাদের দখলে ছিল কিন্তু প্রচুর পরিমাণে উপস্থাপন করা হয়নি এবং মামলাটি জরুরিভাবে দায়ের করা হয়েছিল। তবে, এটি লক্ষণীয় যে যখন দ্বিতীয় মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল, তখন এটিকে নিষেধাজ্ঞার জন্য মামলা দায়েরের জরুরি মামলা বলা যাবে না, কারণ প্রথম মামলাটি ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে দায়ের করা হয়েছিল এবং ২৯/১০/২০১৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে একটি একতরফা বিজ্ঞাপন অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা ছিল এবং তারপরে বাদী বাণিজ্যিক আদালত আইন অনুসারে নতুন মামলা দায়ের করার স্বাধীনতা সহ ২৭/০৭/২০১৯ তারিখে উক্ত প্রথম মামলাটি প্রত্যাহার করে নেন এবং প্রথম মামলা প্রত্যাহারের এক মাস সময় পরে ৩১/০৮/২০১৯ তারিখে দ্বিতীয় মামলাটি দায়ের করা হয়। অতএব বাদীর পক্ষে মামলাটি যে দ্বিতীয় মামলাটি দায়ের করার সময় তা জরুরি ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছিল, তাই, চালান ব্যতীত অন্যান্য অতিরিক্ত নথিপত্র দাখিল করা হয়নি কারণ সেগুলো বিশাল ছিল, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এবং তাই, আদেশ XI বিধি ১ (৪) প্রযোজ্য হবে না, যদিও দ্বিতীয় মামলা দায়েরের ত্রিশ দিনের মধ্যে আবেদনটি দাখিল করা হয়েছিল। আদালতের অনুমতি চাওয়ার সময়, তার ক্ষমতার মধ্যে থাকা নথিপত্র, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজত এবং অভিযোগের সাথে প্রকাশ করা হয়নি অথবা আদেশ XI বিধি ১ (৪) এ বর্ণিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে, বাদীকে অভিযোগের সাথে প্রকাশ না করার যুক্তিসঙ্গত কারণ স্থাপন করতে হবে।

৮.৫) উপরে বর্ণিত তথ্য ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম মামলা দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে; বাদীর পক্ষে ২৯/১০/২০১৮ তারিখের একতরফা অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশ; ২৭/০৭/২০১৯ তারিখে প্রথম মামলা প্রত্যাহার এবং পরবর্তীতে ৩১/০৮/২০১৯ তারিখে দ্বিতীয় মামলা দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে, চালান ব্যতীত অতিরিক্ত নথিপত্র দাখিল না করা, কারণ এগুলো বিশাল, তা আরজির সাথে প্রকাশ না করা/দাখিল না করার যুক্তিসঙ্গত কারণ বলা যাবে না।

প্রথম মামলা দায়ের এবং দ্বিতীয় মামলা দায়েরের মধ্যে পর্যাপ্ত সময়ের ব্যবধান ছিল, অর্থাৎ প্রায় ১০ মাস এবং তাই যখন দ্বিতীয় মামলা দায়ের করা হয়েছিল, তখন বাদীর প্রথম মামলা দায়েরের পরে পর্যাপ্ত সময় ছিল, দ্বিতীয় মামলা দায়েরের সময় চালান ছাড়া অন্যান্য অতিরিক্ত নথি জমা দেওয়ার জন্য। অতএব, নিম্নোক্ত উভয় আদালত যথাযথভাবে বাদীকে আদেশ XI বিধি ১ (৪) এর সাথে সহ পঠিত আদেশ XI বিধি ১ (৫) এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে অতিরিক্ত নথি হিসাবে চালান ছাড়া অন্য নথির উপর নির্ভর করার অনুমতি দেয়নি।

৯) উপরের বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য, বাদীকে অতিরিক্ত নথি হিসাবে আবেদনে উল্লিখিত চালান আকারে নথির উপর নির্ভর করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। তবে, এই ধরনের উপস্থাপনা সিপিসি-র আদেশ XXXIX বিধি ১-এর অধীনে জমা দেওয়া অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা আবেদনের ফলাফলকে প্রভাবিত করবে না, যা আদেশের জন্য রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।

১০) উপরোক্ত বিষয়সমূহ এবং উল্লিখিত কারণসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান আপিল আংশিকভাবে মঞ্জুর করা হলো। হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত অভিযুক্ত রায় ও আদেশ, যেটি বিজ্ঞ বাণিজ্যিক আদালত কর্তৃক ১৩/০৯/২০১৯ তারিখের আবেদনে উল্লিখিত নথিপত্রকে অতিরিক্ত নথিপত্র হিসেবে গ্রহণ না করে বাদী কর্তৃক দাখিল/ব্যবহারের আবেদন খারিজ করার আদেশকে নিশ্চিত করেছিল, সেটি আংশিকভাবে বাতিল ও রদ করা হলো, সেই পরিমাণে যেটুকু অংশে বর্তমান আপিলকারী – মূল বাদীকে চালানপত্র দাখিল/ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। ফলে, ১৩/০৯/২০১৯ তারিখের আবেদনে উল্লিখিত চালানপত্রকে অতিরিক্ত নথিপত্র হিসেবে দাখিল/ব্যবহারের জন্য বর্তমান আপিলকারী – মূল বাদীকে অনুমতি প্রদান করা হলো। তবে চালানপত্র ব্যতীত অন্যান্য নথিপত্রকে অতিরিক্ত প্রমাণ হিসেবে দাখিল/ব্যবহারের অনুমতি না দেওয়ার আদেশের অবশিষ্ট অংশ উপরে বর্ণিত মত অনুযায়ী নিশ্চিত করা হলো। অতএব, উপর্যুক্ত সীমার মধ্যে বর্তমান আপিল আংশিকভাবে মঞ্জুর করা হলো। কোনও খরচা নেই।

অঙ্কিত জৈন

আপিল আংশিক ভাবে অনুমোদিত হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal